Course Module
2nd Semester
Programme Course
Sub : History (Progg CC-II)
Teacher : Nilendu Biswas

Topic: Source of Moughal History & Shershah

১) মোগলযুগের ইতিহাসের উপাদান ঃ মোগলযুগের ইতিহাস রচনায় উপাদানের প্রাচুর্য আছে।বাদশাহদের নির্দেশনামা, সরকারী ইতিবৃত্ত, রাজপরিবারের আত্মজীবনী, দলিল দস্তাবেজ, আঞ্চলিক ইতিহাস, বৈদেশিক পর্যটকদের বিবরণী, হিন্দুদের ঐতিহাসিকদের রচনা প্রভৃতি থেকে আমরা মোগলযুগের ইতিহাসের পরিচয় পাই।

২) 'বাবরনামা' ঃ তুর্কী ভাষার রচিত 'বাবরনামা'বাবরের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ।এই গ্রন্থে বাবর ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, অধিবাসী এবং নিরপেক্ষ ভাবে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করেছেন।পুস্তকটির রচনাশৈলী সরল, বলিষ্ঠ ও আলেখ্যর মত মনোমুগ্ধকর।

৩) আবুল ফজল ঃ আবুল ফজল ছিলেন আকবরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও সভাসদ, তাঁর প্রভাবেই আকবরের মনে উদারতা ও ধর্মীয় সমন্বয়ী চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটেছিল।তিনি'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা' রচনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।

৪) বার্নিয়ে ঃ ১৬৫৮ খ্রীঃ শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ে ভারতে আসেন।তাঁর ভ্রমন কাহিনী 'ভয়েজেস'সমকালীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।তিনি ঘটনার পশ্চাৎপট ও প্রতিক্রিয়ার অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষন উপহার দিয়েছেন।

৫) পর্যটকদের যুবরাজ ঃ মোগল আমলে ভারতে আগত ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ে যেভাবে ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণাত্মক উপস্থাপন করেছেন, সেই কথার প্রসঙ্গে পরবর্তীকালের ফরাসি পর্যটক বার্নিয়েকে 'পর্যটকদের যুবরাজ' বলে অভিহিত করেছেন।

৬) বাবরনামা-র ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঃ বাবরের আত্মজীবনী'বাবরনামা'তুর্কী ভাষায় রচিত। ১৫৯০খ্রীঃ আব্দুর রহিম খান এটি ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন।পুস্তকটির রচনাশৈলী সরল, বলিষ্ঠ ও আলেখ্যর মত মনোমুগ্ধকর।মধ্যযুগের ইতিহাস ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি এক অমূল্য সম্পদ।

৭) 'Columbus of Mughal History'ঃ মোগল ইতিহাস চর্চায় স্যার যদুনাথ সরকারের দীর্ঘস্থায়ী অবদানের জন্য ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী যদুনাথকে বলে অভিহিত করেছেন । তাঁর 'History of Aurangzeb'ও"Fall of the Mughal Empire'গ্রন্থ থেকে মোগল ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

৮) মোগলযুগের ইতিহাসচর্চায় আলিগড় গোষ্ঠীর ভূমিকা ঃ আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে মোগল যুগের ইতিহাসচর্চায় আলিগড় গোষ্ঠীর বিশেষ ভূমিকা আছে।এই গোষ্ঠীর অর্ন্তগত ছিলেন ইরফান হাবিব, সতীশচন্দ্র, আতাহার আলী, শিরিন মুসবি, মুজফফর আলম, লোমান আহমেদ সিদ্দিকি, গৌতমভদ্র প্রমুখ ।

৯) ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ পাঞ্জাবের আফগান শাসন কর্তা দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের শাসনকর্তা বাবরের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে বাবর ১৫২৬খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন ।

১০) মোগলদের আদি পরিচয় ঃ মোগল বংশের প্রথম শাসক বাবর ছিলেন তুর্কী ও মোঙ্গল বংশদ্ভুত । তাঁর দেহে পিতা মাতার দিক থেকে তৈমুর লঙ ও চেঙ্গিস খাঁর রক্ত ছিল । ঐতিহাসিক স্ট্যানলি লেনপুল তাই মধ্য এশিয়াকে বাবর তথা মোগলদের আদি বাসভূমি বলেছেন ।

১১) দিল্লীর সুলতানী শাসনের পতনের কারন ঃ ১৫২৬ খ্রীঃ বাবরের ভারত আক্রমনের আগে বেশ কয়েকটি কারনে সুলতানী শাসনের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল । যেমন- ক) সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীলতা, খ) আমীর ওমরাও এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ষড়যন্ত্র, গ) সুলতানদের বিলাসবহুল জীবন, ঘ) অযোগ্য সুলতানদের আর্বিভাব।

১২) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ঃ পানিপথের প্রান্তরে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে কাবুলের ফরগনার শাসক ওমর মীর্জার পুত্র বাবরের মধ্যে ১৫২৬খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ।

১৩) পানিপথের প্রথম যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ ১৫২৬ খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করে বাবর ভারতে মোগল শাসনের পত্তন করেছিলেন । ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে লোদী বংশের শাসন অবলুপ্ত হয় এবং তাঁর ধনসম্পদ বাবর সাম্রাজ্য রক্ষা ও বিস্তারের কাজে লাগাতে পেরে ছিলেন ।

১৪) ভারতে বাবর সফল হয়েছিলেন ঃ ভারতে বাবরের সফলতার কারনগুলি ছিল- ক) ইব্রাহিম লোদীর অত্যাচারে জনগন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল, খ) সেনাবাহিনীর মধ্যে কোন ঐক্য ছিলনা, গ) মান্ধাতার আমলের যুদ্ধরীতি, ঘ) বাবরের অত্যাধুনিক রণকৌশল অস্ত্রের ব্যবহার ।

১৫) খানুয়ার যুদ্ধ বিখ্যাত ঃ ১৫২৭খ্রীঃ ১৬ই মার্চ মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে বাবরের খানুয়ার যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে রাজপুত শক্তি মোগলদের কাছে পরাজিত হয় । ফলে মোগলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথে রুখে দাড়াবার মত কোন শক্তি থাকল না ।

১৬) খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব ঃ খানুয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রাসব্রুক উইলিয়াম বলেছেন, এইযুদ্ধে বাবর যদি জয়লাভ না করতেন তাহলে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের জয় নিস্ফল হত এবং ভারতে ঐতিহাসিক মোগলবংশের শাসন হয়তো সম্ভব হতনা।তাই এই যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম।

১৭) ঘর্ঘরার যুদ্ধ ঃ ইব্রাহিম লোদী পরাজিত হলেও তাঁর ভ্রাতা জৌনপুরের অধিপতি মামুদ লোদী বিহার ও বাংলার শাসকদের সাহায্যে বাবরকে আক্রমন করলে ১৫২৯খ্রীঃ ঘর্ঘার যুদ্ধে বাবরের নিকট পরাজিত হয়।এইযুদ্ধ ঘর্ঘরার যুদ্ধ নামে পরিচিত।

১৮) বাবরের মূল্যায়ন ঃ শুধুমাত্র নিজের প্রতিভা, ধৈর্য, স্থৈর্য ও রাজনৈতিক বিচক্ষনতার মাধ্যমে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সুদূর মধ্য এশিয়া থেকে ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে তিনি ভারতে এসে সফল হতে পেরেছিলেন । বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ ছিল।

১৯) মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বরূপ ঃ ১৫৩৩ থেকে ১৫৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ২৩বছর ভারতের ইতিহাসে মোগল-আফগান দ্বন্দ্বের ইতিহাস রূপে পরিচিত।এইসময়ে উভয় শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল ও ব্যর্থ হয়েছিল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫৫৬ খ্রীঃ মোগরাই ভারতে আধিপত্য বিস্তারের পথ পরিষ্কার করে নিয়েছিল।

২০) শেরশাহের বিরুদ্ধে হুমায়ুন ব্যর্থ হয়েছিলেন ঃ সেনাপতি হিসাবে হুমায়ুন শেরশাহের মত দক্ষ ছিলেননা।তাঁর যুদ্ধকৌশল অত্যন্ত দুর্বল ছিল, পর্যাপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করতে পারেননি।উপরন্তু তিনি এই সময়ে আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন।এমনকি ভাগ্যও তাঁর বিপক্ষে ছিল, তাই বারেবারে ব্যর্থ হয়েছেন।

২১) হুমায়ুনের উপর বিলগ্রামের যুদ্ধের প্রভাব ঃ ১৫৪০খ্রীঃ বিলগ্রামের যুদ্ধে (কনৌজের যুদ্ধ)শেরশাহের নিকট পরাজিত হয়ে হুমায়ুন কোনরকমে প্রাননিয়ে পলায়ন করেছিলেন । ফলে সাময়িক ভাবে ভারতে মোগল বংশের শাসনের অবসান ঘটে এবং সেখানে শেরশাহের নেতৃত্বে আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

২২) শেরশাহ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ঃ সামান্য এক জায়গিদারের পুত্র শেরশাহ (পূর্বনাম ফরিদ খাঁ) পিতার জায়গির (সাসারাম) দেখাশোনার সূত্রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।হুমায়ুনের শাসন তান্ত্রিক দুর্বলতার সুযোগে তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করে ভারতে আফগান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

২৩) শেরশাহের শাসনব্যবস্থায় মৌলিকত্ব ঃ শেরশাহ নিজস্ব মৌলিক চিন্তাভাবনায় হিন্দু ও মুসলমান শাসন পদ্ধতির অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেন । ঐতিহাসিক কীন মন্তব্য করেছেন,'কোন সরকার এমনকি ব্রিটিশ সরকারও এই পাঠানের মত বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেননি।'

২৪) শেরশাহের কেন্দ্রিয় শাসন ঃ শেরশাহ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্য শাসক হলেও কেন্দ্রিয় শাসন পরিচালনায় চারজন মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন । যথা- ক)'দেওয়ান-ই-উজিরাৎ', খ) 'দেওয়ান-ই-আর্জ', গ) 'দেয়ান-ই-বিসালৎ'ও ঘ) 'দেওয়ান-ই-ইনসা'। এছাড়াও 'দেওয়ান-ই-বারিদ' এবং 'দেওয়ান-ই-কাজী' ছিলেন।

২৫) ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে শেরশাহ ঃ রাজস্ব নির্ধারনের জন্য শেরশাহ সাম্রাজ্যের সমস্ত জমি জরিপ করে উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য করেন।নগদে বা ফসলের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করতে 'কবুলিয়ৎ' ও 'পাট্টা' প্রথা চালু করেন।

২৬) 'কবুলিয়ৎ' ও 'পাট্টা' ঃ 'কবুলিয়ৎ' ও 'পাট্টা' হল শেরশাহ প্রবর্তিত ভূমিরাজস্ব বিষয়ক দুটি দলিল। জমির উপর কৃষকের স্বত্ব, রাজস্বের হার ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের স্বীকৃতি পত্রকে 'কবুলিয়ৎ' বলা হত।'পাট্টা' ছিল কৃষক কর্তৃক চাষাবাদের অধিকার স্বীকারের দলিল।

২৭) শেরশাহের পুলিশী ব্যবস্থা ঃ শৃঙ্খলারক্ষার ব্যাপারে শেরশাহ সদা তৎপর ছিলেন।স্থানীয় ভিত্তিতে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হত । নিজামউদ্দিনের লেখা থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি এক থলি স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে নিশ্চিতে পরিত্যক্ত স্থানে রাত কাটাতে পারত।

২৮) শেরশাহের ধর্মবোধ ঃ ধর্ম বিষয়ে শেরশাহ যথেষ্ট উদার ছিলেন।ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি চলার চেষ্টা করতেন।শাসনক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানদের সমভাবেই নিয়োগ করতেন। তাঁর অন্যতম সেনাপতি ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন একজন হিন্দু।

২৯) শেরশাহ আকবরের অগ্রদূৎ ঃ ঐতিহাসিক ডঃ ত্রিপাঠী ও পি.শরণ শেরশাহকে সংস্কারক বলেছেন।কিন্তু ডঃ কানুনগো শেরশাহের প্রশাসনিক সংস্কারের প্রশংসা করে তাকে আকবরের অগ্রদূৎ বলে অভিহিত করেছেন।শেরশাহের রাজস্বনীতি আকবরকে প্রভাবিত করেছিল।

৩০) শেরশাহ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক স্মিথ ঃ মাত্র ৫বছরের রাজত্বকালে শেরশাহ এমন একটি প্রশংসনীয় প্রশাসনিক ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন যার জন্য ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছিলেন, 'যদি শেরশাহ আরও কিছুকাল বেঁচে থাকতেন, ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে মহান মোগলদের আর্বি ভাব হয়ত ঘটত না।'

৩১) শেরশাহের কেন্দ্রিয় শাসন ঃ শেরশাহ তাঁর সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার বা প্রদেশে ভাগ করেন।সরকারের দায়িত্বে ছিলেন 'শিকদার-ই-শিকাদারন' ও 'মুনসেফ-ই-মুনসেফান'নামক কর্মচারী।এই সরকার আবার পরগনায় বিভক্ত ছিল, যার তত্ত্বধান করতেন ৫জন কর্মচারী ।

৩২) সামরিক ক্ষেত্রে শেরশাহ ঃ সামরিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি দূর করতে শেরশাহ আলাউদ্দিন খলজীর ন্যায় প্রত্যেক সৈন্যের ঘোড়ার গায়ে ছাপ বা চিহ্ন মারার ব্যবস্থা করেন।সৈন্যদের জায়গিরের বদলে নগদে বেতন দেবার ব্যবস্থা করেন।

===ooo===